কৃষি ও স্বাস্থ্য বার্তা

১১ তম বর্ষ,
৭২ তম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী'২০২৪

participatory in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry and Livestock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা সাধারণত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋণের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

ফাইমা হাঁস পালন করে আয় করেন মাসে ৪০ হাজার টাকা

ফাইমার স্বামী সবুজ হাঁসকে খাদ্য খাওয়াচ্ছেন

ফাইমা তার খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৬০টি হাঁসের ডিম সংগ্রহ করেন। তার খামারে বর্তমানে ৫০০ হাঁস রয়েছে। প্রতিটি ডিমের দাম ১৮ টাকা এবং প্রতিদিন তার গড় আয় ২৮৮০ টাকা। প্রতি মাসে খামার থেকে আয় ৮৬ হাজার চারশত টাকা এবং ব্যয় ৪৫ হাজার টাকা এবং নিট লাভ ৪১ হাজার টাকা। বছরে ৫-৬ মাস এ আয় করেন। ৫০০ হাঁস থেকে এসব ডিম সংগ্রহ করেন। কোস্ট অফিস থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়ে এসব হাঁস কিনেছেন তিনি। উর্বর হওয়ায় তার ডিম বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়। এসব ডিম এলাকার মিনি হ্যাচারিতে বাচ্চা ফোটার জন্য বিক্রি করা হয়। উর্বর ডিমের জন্য পালে থাকা চাই হাঁসা হাঁস। ফাইমা জানান, ৭:১ অনুপাতে হাঁস পালন করেন তিনি। ফাইমা আরও বলেন, তার ডিমের চাহিদা প্রচুর, তাকে বাজারে বিক্রি করতে হয় না। মিনি হ্যাচারির জন্য বাসা থেকে ডিম নিয়ে যায় ক্রেতারা। হাঁসকে খাওয়ানোর জন্য মাঠে নিয়ে যান। প্রাকৃতিক খাদ্য খেলে হাঁস বেশি ডিম পাড়ে। তিনি নিয়মিত হাঁসকে টিকা দেন, যা রোগের প্রকোপ কমায়। কোস্ট ফাউন্ডেশনের টেকনিক্যাল অফিসার টিকা সরবরাহে সহযোগীতা করে এবং যে কোনো রোগে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে। ফাইমা ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মানিকা গ্রামের সবুজের স্ত্রী। তার হাঁসের খামার দেখাশোনা করার জন্য একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। ভবিষ্যতে খামারের আকার আরও বাড়াবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ফাইমা।

চকরিয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে জৈব সারের ব্যবহার

কৃষক কামাল হোসেন গত পনের বছর যাবৎ সব্জি চাষ করছেন। রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে দিনের পর দিন মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছিল। সব্জি চাষে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা হয়ে পড়েছে ইউরিয়া সারের উপর। এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে অন্য দিকে মাটির উর্বরতা শক্তিও হ্রাস পাচ্ছিল। কোস্ট Coastal Integrated Extension Program (CITEP) কর্মসুচির পরামর্শ মোতাবেক গত বছর গড়ে তুলেন কেঁচো সারের খামার। চারটি রিংয়ে ৮ হাজার কেঁচো দিয়ে শুরচ করেন খামার। বর্তমানে রিংয়ে প্রায় ৪ লক্ষাধিক কেঁচো রয়েছে। গরচর গোবরকে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো হয় কেঁচোকে এবং কেঁচোর বিষ্ঠাকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয় জৈব সার হিসাবে। জৈব সার ব্যাবারে একদিকে যেমন খরচ বাঁচে অন্যদিকে মাটির উর্বরতা শক্তিও ফিরে পায় জমি। কামাল হোসেন জানান, এ বছর ১২০ শতাংশ জমিতে করলা, বেগুন, লাউ ক্ষেতে ব্যবহার করছেন এই জৈব সার। তার দেখাদেখি এলাকায় আরও ৮-১০ জন কৃষক গড়ে তুলেছেন কেঁচো সারের খামার। চকরিয়ার হাজিয়ানা থেকে আপনারাও কেঁচো সংগ্রহ করতে পারবেন।

চকরিয়ার হাজিয়ানায় কৃষক কামাল হোসেনকে রিংয়ে কেঁচোর যত্ন সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোস্ট কর্মী পারভেজ। ছবি- রাশেদুল।

প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দের পাঠানো তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।
সার্বিক যোগাযোগের ফোন: ০১৭১৩৩৬৭৪১৬, ইমেইল mizan@coastbd.net

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

দ্বীপের স্বাস্থ্য সেবা!

গ্যাস্ট্রিক আলসারে আক্রান্ত করিম এখন সুস্থ জীবন যাপন করছেন।

চর কুকরী মুকরীতে কৃষক করিমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন কোস্ট প্যারামেডিক্যাল ডাক্তার শ্যামল। ছবি তুলেছেন- হাসনাত

বাবুগঞ্জের কৃষক করিম ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে পেটে ব্যথা নিয়ে চর কুকরি মুকরি অফিসে ডাক্তার দেখাতে আসেন। প্রতিষ্ঠানের প্যারামেডিক্যাল কর্মী শ্যামল তাকে গ্যাস্ট্রিক রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এক সপ্তাহ পরেও ব্যথা না কমায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হয়। সেখানেও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে রেফার করেন। পরীক্ষার সময় গ্যাস্ট্রিক আলসার চিহ্নিত হয়। পরিবারের একমাত্র রোজগার করা করিম অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবার অসচ্ছল হয়ে পড়ে। ঢাকা থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাসায় আসেন করিম। প্যারামেডিক্যাল কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয় ও কিছু নিয়ম মেনে চলেন। বর্তমানে করিম অনেকটা সুস্থ। কাজে ফিরেছেন। আবার আগের মতোই কৃষি কাজ করছেন।

উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

বাড়ীতে নিরাপদ প্রসব

সুমার কোলে নবজাতক

চর কুকরীর বাবুগঞ্জে ১২ জানুয়ারী'২৪ তারিখে সুমার নিজ বাড়ীতে কোলে আসে ফুটফুটে সন্তান। মা ও নবজাতক দুজনেই সুস্থ্য আছেন। সুমা জানান, গর্ভ অবস্থায় কোস্ট প্যারামেডিক্যাল ডাক্তার শ্যামল নিয়মিত চেকআপ করতেন। পরামর্শ দিতেন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার। ডাক্তারের পরামর্শ ও নির্দেশনা পুরোটাই মেনে চলেন সুমা। তাদের পরিবারের সবাই ডাক্তারের পরামর্শে সুমার খাবার ও পারিবারিক কাজের প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুরে হওয়ায় এই দ্বীপটির চিকিৎসায় একমাত্র ভরসা কোস্ট ফাউন্ডেশন। ১৯৯৩ সাল থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে কোস্ট।

কোস্ট অফিসে সুমার নবজাতকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন কোস্ট প্যারামেডিক্যাল কর্মী শ্যামল। ছবি তুলেছেন- হাসনাত।

বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কোস্ট ক্ষুদ্র ঋনের সমিতি মিটিংয়ে ঋন নিতে আসা সোনিয়া বেগমকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলাপ করছিলেন কোস্ট প্যারামেডিক্যাল কর্মী শ্যামল। ক্লান্ত কেন জানতে চাইলেন সোনিয়ার নিকট। শরীরে এলার্জি ও দুর্বলতার কথা বলেন তিনি।

চর কুকরীতে সমিতিতে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিচ্ছেন প্যারামেডিক্যাল কর্মী শ্যামল, ছবি- হাসনাত

শরীরের রক্তচাপ, চোখ ও জিহ্বা ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রাথমিক কিছু ঔষধ লিখে দেন। এভাবে সমিতিতে চলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ। যে সকল বয়স্ক লোক ঘর থেকে বের হতে পারেন না তাদের বাড়ীতে গিয়ে পরীক্ষা করে পরামর্শ দেন।

প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দের পাঠানো তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সার্বিক যোগাযোগের ফোন: ০১৭১৩৩৬৭৪১৬, ইমেইল mizan@coastbd.net